গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়
সুরক্ষা সেবা বিভাগ
প্রশাসন-৩ শাখা

সুরক্ষা সেবা বিভাগ, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় সংশ্লিষ্ট মার্চ, ২০২২-এর বিভাগীয় কমিশনার সমন্বয়সভার কার্যবিবরণী

সভাপতি	ড. তরুণ কান্তি শিকদার অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন ও অর্থ), সুরক্ষা সেবা বিভাগ, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়।
সভার তারিখ	১৩ মার্চ ২০২২
সভার সময়	সকাল ১০.৪৫-১১.৪৫ টা
স্থান	সম্মেলন কক্ষ, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়
উপস্থিতি	পরিশিষ্ট-ক

সভার শুরুতে সকলকে শুভেচ্ছা ও স্বাগত জানানো হয় এবং মাদকবিরোধী সামাজিক আন্দোলন গড়ে তোলার জন্য একটি সমন্বিত কর্মপরিকল্পনা (Comprehensive Action Plan)-প্রণয়নের জন্য সিলেট বিভাগে অনুষ্ঠেয় একটি কর্মশালায় সচিব মহোদয় সিলেটে অবস্থান করছেন বলে সভাকে অবহিত করা হয়। বিভাগীয় কমিশনারবৃন্দ মাঠ পর্যায়ে সরকারের সকল কর্মসূচি ও উন্নয়ন কর্মকাণ্ড তদারকি ও সমন্বয়ের দায়িত্বের কেন্দ্রবিন্দুতে নিয়োজিত রয়েছেন। তাঁদের সার্বিক সহযোগিতায় সুরক্ষা সেবা বিভাগ, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের অধীন অধিদপ্তরসমূহের মাঠ পর্যায়ের কার্যক্রম আরও গতিশীল হবে মর্মে আশাবাদ ব্যক্ত করা হয়। সভার আলোচ্যসূচি অনুযায়ী বিষয়সমূহ সভায় উপস্থাপন করা হলে উপস্থিত অধিদপ্তর প্রধান ও বিভাগীয় কমিশনারগণ জনগণকে প্রদত্ত সেবার মানোন্নয়ন ও গুণগত মান বজায় রেখে নির্ধারিত সময়ে প্রকল্প বাস্তবায়নের উপর গুরুত্ব আরোপ করে বক্তব্য প্রদান করেন। বিস্তারিত আলোচনা শেষে নিম্নরূপ সিদ্ধান্তসমূহ গৃহীত হয়:

২। বিগত সভার কার্যবিবরণী দৃঢ়িকরণ: ২৮ ডিসেম্বর ২০২১-এ অনুষ্ঠিত সভার কার্যবিবরণীতে কোন প্রকার সংশোধনী না থাকায় তা দৃঢ়ীকরণ করা হয়।

৩। অধিদপ্তরওয়ারি আলোচনা :

ক. মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর :

ক্রম	বিষয় ও আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী
ক	**মাদকের বিরুদ্ধে গণসচেতনতা জোরদারকরণ:** সভায় উপস্থিত অতিরিক্ত মহাপরিচালক, মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর জানান, ডিসেম্বর, ২০২১ হতে ফেব্রুয়ারি, ২০২২ পর্যন্ত ১,৭০৭টি মাদকবিরোধী সভা/সেমিনার/ওয়ার্কসপ ও ৮৫টি স্থানে মাদকবিরোধী ফিলার প্রদর্শন করা হয়েছে। ডিসেম্বর, ২০২১ হতে ফেব্রুয়ারি, ২০২২ পর্যন্ত ৩১,১৭৯টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের মধ্যে ৩১,০৮০টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে মাদকবিরোধী কমিটি গঠন করা হয়েছে। এছাড়াও মাদকের ক্ষতিকর তথ্য সংবলিত ডিসপ্লে স্যান্ড-৩,৭৭৩টি, লিফলেট-১৮০,০০০টি, স্টিকার-৪১,১৮০টিসহ দেশের ৫টি বিভাগীয় ও	১) জনসচেতনতা সৃষ্টি করে মাদকের চাহিদা হ্রাস, আইন প্রয়োগকারী সকল সংস্থাকে যুক্ত করে দেশে মাদকের প্রবাহ রোধ করে সরবরাহ নিয়ন্ত্রণ এবং ক্ষতি কমাতে আসক্তদের চিকিৎসা ও পুনর্বাসনে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর-এর কার্যক্রমকে আরো বেগবান করতে হবে। ২)মাদকের বিরুদ্ধে গণসচেতনতা সৃষ্টির লক্ষ্যে সারাদেশে মাদকবিরোধী সভা-সমাবেশ, সেমিনার এবং যে সকল জায়গায় জনসমাগম বেশি যেমন, রেল	মহাপরিচালক, মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর/বিভাগীয় কমিশনার (সকল)/ মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অনুবিভাগ প্রধান

জেলা শহরে (ঢাকা, চট্টগ্রাম, রাজশাহী, কক্সবাজার ও কুষ্টিয়া) “Full Coloured Outdoor LED Display Billboard” স্থাপন করা হয়েছে।

ডিসেম্বর, ২০২১ হতে ফেব্রুয়ারি, ২০২২ পর্যন্ত ২৯১টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ছাত্র-ছাত্রীদের মাঝে মাদক গ্রহণের ফলে মানবদেহে মাদকের প্রভাব ও এর ক্ষতিকর দিক সম্পর্কে; বিশেষ করে, কিডনী, হার্ট, স্মৃতিশক্তি ও মানুষের জীবনীশক্তি ইত্যাদি নষ্ট করার বিষয়ে অলোচনা/বক্তব্য প্রদান করা হয়েছে।

মাদকবিরোধী প্রচারাভিযানের জন্য অধিদপ্তর কর্তৃক ১-২ মিনিটের ২৪টি টিভিসি এবং মুজিবশতবর্ষ উপলক্ষে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের অর্থায়নে চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তর কর্তৃক ‘মাদকাসক্তি মুক্ত সোনার বাংলা’ শিরোনামে ১টি টিভিসি তৈরি করা হয়েছে। উক্ত টিভিসিগুলোর সঠিকতা ভালোভাবে যাচাই- বাছাইয়ের জন্য ১০.০২.২০২২ তারিখে সুরক্ষা সেবা বিভাগের অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন ও অর্থ অনুবিভাগ) ড. তরুণ কান্তি শিকদার-এর সভাপতিত্বে একটি সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী টিভিসি সংশোধন এবং পুলিশ ভেরিফিকেশনের কার্যক্রম চলমান রয়েছে এবং যোগাযোগ অব্যাহত রয়েছে।

ডিসেম্বর, ২০২১ হতে ফেব্রুয়ারি, ২০২২ পর্যন্ত ২৪ হাজার ৫৪২টি অভিযান পরিচালনা করে ৬ হাজার ৯৭টি মামলা দায়েরপূর্বক ৬ হাজার ৫৬৩ জন আসামিকে গ্রেফতার করা হয়েছে।

এ পর্যন্ত ৩১,১৭৯টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের মধ্যে ৩১,০৮০টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে মাদকবিরোধী কমিটি গঠন করা হয়েছে এবং সংশ্লিষ্ট জেলা কর্মকর্তাগণ নিয়মিত মনিটরিং করছেন।

সরকারি ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠানসমূহ, সমাজের সর্বস্তরের বিশেষ করে শিক্ষক, ধর্মীয় নেতা, বিভিন্ন পেশাজীবী এবং গণমাধ্যমের সম্মিলিত প্রচেষ্টায় মাদকবিরোধী সামাজিক আন্দোলন গড়ে তোলার লক্ষ্যে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর কর্তৃক একটি সমন্বিত এ্যাকশন প্লান প্রস্তুত করা হয়েছে। এটি বাস্তবায়নের জন্য ২৮.০২.২০২২ তারিখে ঢাকা বিভাগে একটি কর্মশালার আয়োজন করা হয়েছে। ১৩ মার্চ ২০২২ তারিখে সিলেট বিভাগে, ১৫ মার্চ ২০২২ তারিখে চট্টগ্রাম বিভাগে এবং ২৯ মার্চ ২০২২ তারিখে রাজশাহী বিভাগেও অনুরুপ কর্মশালা অনুষ্ঠিত হওয়ার কথা রয়েছে। পর্যায়ক্রমে অন্যান্য বিভাগ, জেলা, স্টেশন, গুরুত্বপূর্ণ মোড় ইত্যাদি স্থানে টিভি ফিলার প্রদর্শন এবং মাদকের ক্ষতিকর দিকসমূহের উপর নির্মিত ফেস্টুন, ব্যানার এবং ডিজিটাল বিলবোর্ড দৃশ্যমান স্থানে স্থাপনপূর্বক সচেতনতামূলক কার্যক্রম আরো বৃদ্ধি করতে হবে।

৩)টিভিসি, টিভি ফিলার ইত্যাদি প্রচারের পূর্বে এর কনটেন্টসমূহ এ বিভাগ এবং অন্যান্য মন্ত্রণালয়ের প্রতিনিধি ও গণমাধ্যম কর্মীদেরকে সম্পৃক্ত করে-এর সঠিকতা ভালোভাবে যাচাইপূর্বক প্রচার করতে হবে।

৪)মাদক গ্রহণের ফলে মানব দেহে মাদকের প্রভাব ও এর ক্ষতিকর দিক সম্পর্কে;বিশেষ করে, কিডনী, হার্ট, স্মৃতিশক্তি ও মানুষের জীবনীশক্তি ইত্যাদি নষ্ট করে, নিউরোলজিকেল সমস্যা (স্নায়ু রোগ) হয়; এসকল কুফল সম্পর্কে মানুষকে সচেতন করার লক্ষ্যে বিভিন্ন ধরনের ক্যাম্পেইন আয়োজন অব্যাহত রাখতে হবে।

৫)সরকারি ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠানসমূহ, সমাজের সর্বস্তরের বিশেষ করে শিক্ষক, ধর্মীয় নেতা, বিভিন্ন পেশাজীবী এবং গণমাধ্যমের সম্মিলিত প্রচেষ্টায় মাদকবিরোধী সামাজিক আন্দোলন গড়ে তুলতে হবে।

৬)সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে বিশেষ করে ফেইস বুক, ইনস্টাগ্রাম, টুইটার ইত্যাদিতে ১০-১৫ সেকেন্ড সময়ব্যাপী ছোট ছোট কনটেনট টিক করে প্রচার করার ব্যবস্থা করতে হবে।

৭)পানির বোতল, টিস্যু বক্সে, চিঠির খামে, শিশু-কিশোরদের বইয়ের পেছনে বা ফোন কলের সামনে মাদকবিরোধী স্লোগান/ছবি কিংবা প্রনোদনামূলক (মোটিভেশনাল) কন্টেন্ট যুক্ত করার প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে।

৮)প্রতি বিভাগ থেকে কমপক্ষে

	উপজেলাগুলোতে কর্মশালা আয়োজন করে সকলের মতামতের ভিত্তিতে কর্মপরিকল্পনা চূড়ান্ত করে শীঘ্রই বাস্তবায়ন করা হবে।	একটি উপজেলাকে মাদকমুক্ত উপজেলা হিসাবে ঘোষণা করার পরিপ্রেক্ষিতে গৃহীত কার্যক্রম এবং বাস্তবায়ন যথাযথভাবে মনিটর করতে হবে এবং অগ্রগতি সমন্বয়সভাকে অবহিত করতে হবে।	
খ	**মাদকের বিরুদ্ধে টাস্কফোর্স অভিযান পরিচালনা :** **মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর :** মাদক ব্যবসার মূলহোতাদের আইনের আওতায় আনার লক্ষ্যে মানিলন্ডারিং প্রতিরোধ আইন, ২০১২ এর অধীনে ৩টি মামলা দায়ের করা হয়েছে। এছাড়া এ আইনে বেশকিছু অনুসন্ধান কার্যক্রম চলমান রয়েছে। 'ডোপ টেস্ট বিধিমালা ২০২১' খসড়াটি আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ে অনুমোদনের জন্য বিবেচনাধীন রয়েছে। তাছাড়াও বিভিন্ন সরকারি/বেসরকারি কার্যালয় থেকে চাকরীতে নতুন নিয়োগ প্রাপ্তদের ডোপটেস্টের আবেদন অধিদপ্তরে পাওয়া গেলে তাদের ডোপটেস্ট সম্পন্ন করে নিয়মিত রিপোর্ট প্রদান করা হচ্ছে। সরকারি/আধা-সরকারি/স্বায়ত্বশাসিত/বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের অনুরোধের পরিপ্রেক্ষিতে তাদের সদস্যদেরও মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণাধীন তেজগাঁওস্থ কেন্দ্রীয় মাদকাসক্তি নিরাময় কেন্দ্রে ডোপটেস্ট করা হচ্ছে।	১)মাদকের বিরুদ্ধে চলমান অভিযান পরিচালনা অব্যাহত রাখতে হবে; মাঠ পর্যায়ের মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ কমিটি কর্তৃক মাদকের অনুপ্রবেশ কিংবা মাদকপ্রবণ এলাকাসমূহ চিহ্নিত করে মাদকের বিরুদ্ধে অভিযান পরিচালনা করতে হবে। ২)মাদক মামলা দায়েরকালে শুধু মাদকগ্রহণকারীদের বিরুদ্ধে মামলা রুজু না করে, এর সাথে জড়িত মাদক সরবরাহকারী, মাদক পাচারকারী ও মাদক ব্যবসায়ীর বিরুদ্ধেও যেন মামলা দায়ের করা হয় সে ব্যবস্থা অব্যাহত রাখতে হবে। ৪)সকল শ্রেণির সরকারি চাকরিতে প্রবেশের সময় বিদ্যমান ব্যবস্থার সাথে 'ডোপ টেস্ট' অন্তর্ভুক্ত করার বিষয়ে প্রচার কার্যক্রম অব্যাহত রাখতে হবে।	মহাপরিচালক, মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর/বিভাগীয় কমিশনার (সকল)/ মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অনুবিভাগ প্রধান

মাসের নাম	অভিযান	মামলা	আসামি
ডিসেম্বর, ২০২১	৮,৪৮০	২,০৮৩	২,২৫৭
জানুয়ারি, ২০২২	৯,১৫১	২,০১৭	২,১৭২
ফেব্রুয়ারি, ২০২২	৭,৮৭২	১,৯৮৭	২,১৬৯
মোট	**২৫,৫০৩**	**৬,০৮৭**	**৬,৫৯৮**

গ	**মাদকাসক্তি নিরাময় কেন্দ্র** **:** মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন '৪টি বিভাগীয় শহরে (বরিশাল, রাজশাহী, সিলেট ও চট্টগ্রাম) টেস্টিং ল্যাবরেটরি স্থাপন" শীর্ষক প্রকল্পের ভৌত অবকাঠামোগত সকল কাজ মার্চ, ২০২২-এর মধ্যে সম্পন্ন করা সম্ভব হবে। প্রকল্পটি নির্ধারিত সময়সীমা জুন, ২০২২-এর মধ্যে সমাপ্ত হবে। ডিসেম্বর, ২০২১ হতে ফেব্রুয়ারি, ২০২২ পর্যন্ত ২১৫টি মাদকাসক্তি নিরাময় কেন্দ্র পরিদর্শন করে প্রতিবেদন দাখিল করা হয়েছে। নিরাময় কেন্দ্রের অর্গানোগ্রাম অনুযায়ী চিকিৎসকসহ যে জনবল থাকার কথা তা আছে কিনা, সিসি ক্যামেরাসহ ভৌত অবকাঠামো এবং একই লাইসেন্সে দু'টি নিরাময় কেন্দ্র পরিচালিত হচ্ছে কিনা ইত্যাদি বিষয় যথাযথভাবে যাচাই করে পরিদর্শন প্রতিবেদন প্রেরণ অব্যাহত রয়েছে।	১)মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন ৪টি বিভাগীয় শহরে (রাজশাহী, বরিশাল, সিলেট ও চট্টগ্রাম) টেস্টিং ল্যাবরেটরি স্থাপন প্রকল্পটি গুণগতমান বজায় রেখে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে সম্পন্নের জন্য বিভাগীয় কমিশনারগণ কর্তৃক জেলা প্রশাসকগণকে প্রয়োজনীয় নির্দেশনা প্রদান করবেন। ২)লাইসেন্সপ্রাপ্ত মাদকাসক্তি নিরাময় কেন্দ্রসমূহে ভ্রমণসূচি ব্যতিত আকর্ষিক পরিদর্শন কার্যক্রম অব্যাহত রাখতে হবে। ৩)বেসরকারি মাদকাসক্তি নিরাময় কেন্দ্রসমূহ পরিদর্শনকালে নিরাময় কেন্দ্রের অর্গানোগ্রাম অনুযায়ী চিকিৎসকসহ যে জনবল থাকার কথা তা আছে কিনা, সিসি ক্যামেরাসহ ভৌত অবকাঠামো এবং একই লাইন্সেসে দুটি নিরাময় কেন্দ্র চালানো হচ্ছে কিনা ইত্যাদি বিষয় যথাযথভাবে যাচাই করতে হবে।	মহাপরিচালক, মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর/ বিভাগীয় কমিশনার(সকল)/মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অনুবিভাগ প্রধান ।

খ.ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তর :

ক্রম	বিষয় ও আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী
ক.	**অগ্নিনিরোধ সংক্রান্ত সচেতনতা বৃদ্ধি ও প্রতিরোধে গণসচেতনতা জোরদারকরণ :** ফেব্রুয়ারি, ২০২১ পর্যন্ত ৪৮ হাজার ৮৮১ জন স্বেচ্ছাসেবককে প্রশিক্ষণসহ ওয়েবসাইটে প্রকাশ করা হয়েছে।	১)এলাকাভিত্তিক স্কুল-কলেজে অগ্নিনিরোধ সংক্রান্ত সচেতনতা বৃদ্ধি ও দুর্ঘটনা প্রতিরোধে নিয়মিত মহড়া অনুষ্ঠান অব্যাহত রাখতে হবে; ২)ভূমিকম্পসহ যেকোন প্রাকৃতিক দুর্যোগ-দুর্বিপাক মোকাবেলায় স্বেচ্ছাসেবকদের প্রশিক্ষণ কার্যক্রম অব্যাহত রাখতে হবে এবং তালিকা ওয়েবসাইটে প্রকাশ করতে হবে।	মহাপরিচালক, ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তর/বিভাগীয় কমিশনার (সকল)/অগ্নি অনুবিভাগ প্রধান।

<table>
<tr>
<td>খ.</td>
<td>দেশের সকল স্তরে অগ্নিনির্বাপণ, জরুরি উদ্ধার, জরুরি বহিগর্মন ও প্রাথমিক চিকিৎসা বিষয়ক প্রশিক্ষণ/ফায়ার ড্রিল-এর আয়োজন : প্রতিটি জেলায় ১টি ডুবুরি ইউনিট গঠনের নিমিত্ত ৩৮৪টি পদ সৃজনের প্রস্তাব করা হলে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের সম্মতিকৃত ২৫৬টি পদ হতে অর্থ বিভাগ প্রতিটি বিভাগীয় শহরে ১টি করে ডুবুরি ইউনিট গঠনের লক্ষ্যে ৩২টি (৮টি ড্রাইভার ও ২৪টি ডুবুরি) পদ সৃজনে সম্মতি জ্ঞাপন করায় ৩২টি পদের জিও জারি হয়েছে। ২২৪টি পদ সৃজনের প্রস্তাব ২৩.১২.২০১৯ তারিখে পুনরায় অর্থ বিভাগে প্রেরণ করা হলে অর্থ বিভাগ অসম্মতি জ্ঞাপন করে। ১৬.০১.২০২০ তারিখে ২য় বার অসম্মতি জ্ঞাপন করেন। পরবর্তীতে ০৫.১১.২০২০ তারিখ ৩য় বার অসম্মতি জ্ঞাপন করেন। ঘাটতি ২২৪টি পদ সৃজনের প্রস্তাব পুনরায় প্রেরণের বিষয়টি এ অধিদপ্তরে প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।</td>
<td>১)দেশের সকল স্তরে অগ্নিনির্বাপণ, জরুরি উদ্ধার, জরুরি বহিগর্মন ও প্রাথমিক চিকিৎসা বিষয়ক প্রশিক্ষণ/ফায়ার ড্রিল-এর আয়োজন করা”মন্ত্রিসভা বৈঠকের এ সিদ্ধান্ত মোতাবেক যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ অব্যাহত রাখতে হবে;

২)নদীমাতৃক বাংলাদেশে নৌ-দুর্ঘটনায় জরুরি উদ্ধারকল্পে শক্তিশালী ডুবুরি ইউনিট গঠন করার লক্ষ্যে অর্থ বিভাগের সাথে ব্যক্তিগত ও দাপ্তরিক যোগাযোগ অব্যাহত রাখতে হবে।

৩)ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তর-এর হটলাইন নম্বর-‘১৬১৬৩’ প্রিন্ট ও ইলেকট্রনিক মিডিয়ার মাধ্যমে বহুল প্রচারের ব্যবস্থা করতে হবে।</td>
<td>মহাপরিচালক, ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তর/বিভাগীয় কমিশনার(সকল)/অগ্নি অনুবিভাগ প্রধান</td>
</tr>
<tr>
<td>গ.</td>
<td>জমি অধিগ্রহণ সংক্রান্ত মামলা;
<table>
<tr><th>জেলা</th><th>মামলা নং</th><th>কোর্টের নাম</th></tr>
<tr><td>নকলা, শেরপুর</td><td>মামলা নং-১৪/২০০৬</td><td>জেলা জজকোর্ট, শেরপুর</td></tr>
<tr><td>পতেঙ্গা, চট্রগ্রাম</td><td>রিট পিটিশন নং-১১৮৪৪/২০১৩</td><td>মহামান্য হাইকোর্টে</td></tr>
<tr><td>মহালছড়ি, খাগড়াছড়ি</td><td>রিট পিটিশন নং-৩৮৪/২০১৭</td><td>মহামান্য হাইকোর্টে</td></tr>
<tr><td>চৌহালী, সিরাজগঞ্জ</td><td>রিট পিটিশন নং-১৪৬/২০১৩</td><td>মহামান্য হাইকোর্টে</td></tr>
<tr><td>পাইকগাছা, খুলনা</td><td>রিট পিটিশন নং-৭০৫৮/২০১৩</td><td>মহামান্য হাইকোর্টে</td></tr>
<tr><td>বরিশাল সদর</td><td>রিট পিটিশন নং-৩৭৯৭/২০১৫</td><td>মহামান্য হাইকোর্টে</td></tr>
</table></td>
<td>১)সংশ্লিষ্ট বিভাগে জমি অধিগ্রহণ সংক্রান্ত মামলাসমূহ দ্রুত নিষ্পত্তি/বিকল্প জমি অধিগ্রহণ কার্যক্রম অগ্রাধিকারভিত্তিতে সম্পন্ন করতে হবে।

২)সংশ্লিষ্ট বিভাগীয় কমিশনারকর্তৃক জমি অধিগ্রহণ সংক্রান্ত মামলা দ্রুত নিষ্পত্তির লক্ষ্যে কার্যকরী ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।</td>
<td>মহাপরিচালক, ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তর/বিভাগীয় কমিশনার/অগ্নি অনুবিভাগ প্রধান</td>
</tr>
</table>

<table>
<tr>
<td>ঘ.</td>
<td>ফায়ার সার্ভিস স্টেশন স্থাপনের জন্য জমি অধিগ্রহণ <u>প্রস্তাবের তালিকা:</u>

<table>
<tr><th>ক্রম</th><th>বিভাগ</th><th>জেলা</th><th>উপজেলা/থানা</th></tr>
<tr><td rowspan="2">১</td><td rowspan="2">চট্টগ্রাম-৩টি</td><td>কুমিল্লা ২টি</td><td>ভাটিয়ারী, হালিশহর</td></tr>
<tr><td>বান্দরবান</td><td>নাইক্ষ্যাংছড়ি</td></tr>
<tr><td>২</td><td>খুলনা-১টি</td><td>কুষ্টিয়া-১টি</td><td>দৌলতপুর</td></tr>
<tr><td rowspan="2">৩</td><td rowspan="2">সিলেট-২টি</td><td>সিলেট-২টি</td><td>সিলেট সদর, বালাগ ঞ্জ</td></tr>
<tr><td>হবিগঞ্জ-১টি</td><td>আজমিরীগঞ্জ</td></tr>
<tr><td>৪</td><td>রংপুর-১টি</td><td>কুড়িগ্রাম</td><td>ভূরুঙ্গামারী</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
</table>
</td>
<td>১)সংশ্লিষ্ট বিভাগীয় কমিশনাগণকে তাঁর আওতাধীনফায়ার স্টেশনসমূহের ভূমি অধিগ্রহণ সংক্রান্ত কার্যক্রম দ্রুত সম্পন্ন করতে জেলা প্রশাসকগণকে প্রয়োজনীয় নির্দেশনা প্রদান করতে হবে।

২)ময়মনসিংহ বিভাগের ময়মনসিংহ জেলায় ৬টি (রহমতপুর বাইপাস-ময়মনসিংহ, আকুয়া ফুলবাড়িয়া, বাসস্ট্যান্ড-ময়মনসিংহ, শম্ভুগঞ্জ বাজার-য়মনসিংহ, গফরগাঁও-পাগলা-ময়মনসিংহ, তারাকান্দা-ময়মনসিংহ, ঈশ্বরগঞ্জ-মধুপুর-ময়মনসিংহ এবং জামালপুর জেলায় ২টি নরুন্দী বাজার-জামালপুর, তারাকান্দি-জামালপুর মোট ৮টি ফায়ার স্টেশন স্থাপনের জন্য জমি নির্বাচন কার্যক্রম দ্রুত সম্পন্ন করতে হবে।</td>
<td>মহাপরিচালক,ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তর/সংশ্লিষ্ট বিভাগীয় কমিশনারগণ/অগ্নি অনুবিভাগ প্রধান</td>
</tr>
<tr>
<td>ঙ.</td>
<td>স্যাটেলাইট ফায়ার স্টেশন স্থাপন : ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল</td>
<td>১.ময়মনসিংহ</td>
<td>মহাপরিচালক,</td>
</tr>
</table>

	ডিফেন্স স্টেশন নেই অথচ স্টেশন প্রয়োজন এমন এলাকায় ফায়ার স্টেশন স্থাপনের লক্ষ্যে ৪টি প্রকল্প গ্রহণের নিমিত্ত ডিপিপি প্রণয়ন কার্যক্রম চলমান আছে। **বিভাগীয় কমিশনার রংপুর** : গ্যাপ এরিয়া এবং গ্রোথ সেন্টারসমূহে ফায়ার স্টেশন চালুর লক্ষ্যে দিনাজপুর জেলায় পুলহাট ও দশ মাইল নামক স্থানে স্যাটেলাইট ফায়ার স্টেশন স্থাপন প্রকল্প গ্রহণের জন্য ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তর কর্তৃক, ঢাকায় প্রস্তাব প্রেরণ করেছেন মর্মে জেলা প্রশাসক, দিনাজপুর জানিয়েছেন।	বিভাগে স্যাটেলাইট ফায়ার স্টেশন নির্মাণের জন্য ৪টি জেলায় স্থান নির্বাচন করা হয়েছে; ১.স্টেশন রোড, ময়মনসিংহ ২.চড়পাড়া, ময়মনসিংহ ৩.আঠারবাড়ী, ঈশ্বরগঞ্জ ৪.কালিবাড়ি, মুক্তাগাছা ৫.পারলা বাসস্টেন্ড, নেত্রকোণা ৬.শ্যামগঞ্জ বাজার, নেত্রকোণা ৭.মিলন বাজার, মদন ৮.আদর্শ নগর (চেচড়াখালী), মোহনগঞ্জ ৯.বাইপাস মোড়, জামালপুর ১০.দিকপাইক সদর, জামালপুর ১১.ঝগড়ারচর বাজার, শেরপুর-এ স্যাটেলাইট ফায়ার স্টেশন নির্মাণের প্রয়োজনীয় কার্যক্রম দ্রুত সম্পন্ন করতে হবে; ২.ফায়ার সার্ভিসওসিভিল ডিফেন্স স্টেশন নেই অথচ স্টেশন প্রয়োজন এমন এলাকায় ফায়ার স্টেশন স্থাপনের লক্ষ্যে প্রকল্পের ডিপিপি প্রণয়নের কার্যক্রম দ্রুত	ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তর/বিভাগীয় কমিশনার (সকল)/অগ্নি অনুবিভাগ প্রধান

		সম্পন্ন করতে হবে;	

গ. কারা অধিদপ্তর :

ক্রম	বিষয় ও আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নে
ক.	**কারাগার পরিদর্শন:** কারা উপমহাপরিদর্শক কর্তৃক ৩৯টি, বিজ্ঞ সিনিয়র জেলা ও দায়রা জজ এবং বিজ্ঞ জেলা ও দায়রা জজ কর্তৃক ১১৪টি, বিজ্ঞ জেলা ম্যাজিস্ট্রেট এবং বিজ্ঞ অতিরিক্ত জেলা ম্যাজিস্ট্রেট কর্তৃক ১০টি বেসরকারি কারাপরিদর্শকগণ কর্তৃক ১৭টি, মন্ত্রণালয়ের প্রতিনিধি কর্তৃক ৫টি কারাগার এবং কারা মহাপরিদর্শক কর্তৃক ময়মনসিংহ ও জামালপুর কেন্দ্রীয়/জেলা কারাগার করা হয়।	১)জেলা ম্যাজিস্ট্রেট/অতিরিক্ত জেলা ম্যাজিস্ট্রেট/দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাগণ কর্তৃক কারাগারসমূহ আকর্ষিক পরিদর্শন অব্যাহত রাখতে হবে। ২)পর্যবেক্ষণ/সুপারিশ পরিদর্শন বইয়ে মন্তব্যসহ লিপিবদ্ধ করতে হবে। ৩)গুরুতর কোন অনিয়ম পরিলক্ষিত হলে প্রতিবেদন আকারে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে অবহিত করতে হবে।	কারা মহাপরিদর্শক/বিভাগীয় কমিশনার (সকল)
খ.	**কারাবন্দিদের হাসপাতালে অবস্থান:**০১ মার্চ ২০২২-এ কারাগারে আটক বন্দির সংখ্যা ৮৬,৩৮৬ জন। তন্মধ্যে, কারাগারের বাহির হাসপাতালে চিকিৎসাধীন কয়েদি/হাজতি বন্দিদের ফেব্রুয়ারি, ২০২২-এ ১ম পাক্ষিক অনুসারে ৮৭ জন বন্দি চিকিৎসাধীন রয়েছে। বাংলাদেশের বিভিন্ন কারাগারে আটক বাহির হাসপাতালে চিকিৎসাধীন বন্দিদের মাসিক/পাক্ষিক ভিত্তিতে তালিকা নির্ধারিত ছক মোতাবেক সুরক্ষা সেবা বিভাগে প্রেরণ করা হয়।	১)সিভিল সার্জন এর সহায়তায় দৈবচয়ন পদ্ধতিতে কারাভ্যন্তরে এবং কারাগারের বাইরের হাসপাতালে ভর্তিকৃত কারাবন্দিদের শারিরীক অবস্থার খোঁজ-খবর নিয়ে হাসপাতালে ভর্তি হওয়ার যৌক্তিকতা যাচাই কার্যক্রম অব্যাহত রাখতে হবে;	কারামহাপরিদর্শক, কারা অধিদপ্তর/ সংশ্লিষ্ট বিভাগীয় কমিশনার/ কারা অনুবিভাগ প্রধান

গ.	**কারাগারের জন্য জমি অধিগ্রহণ:** খাগড়াছড়ি জেলা কারাগারের প্রস্তাবিত ১১.৫৪ একর জমি কারাগারের অনুকূলে স্থায়ী বন্দোবস্ত প্রদানের জন্য কারা কর্তৃপক্ষ নিয়মিতভাবে সংশ্লিষ্ট জেলা প্রশাসক ও জেলা পরিষদের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তার সাথে যোগাযোগ অব্যাহত রেখেছে। মৌলভীবাজার জেলা কারাগারের জন্য ২.৭৪৫০ একর জমি অধিগ্রহণের লক্ষ্যে প্রাপ্ত এল এ প্রাক্কলন মোতাবেক সম্পূর্ণ টাকা বরাদ্দ দেয়া হয়েছে। এখন জেলা প্রশাসক কর্তৃক জমি বুঝিয়ে দেয়ার অপেক্ষায় আছে।	১)খাগড়াছড়ি জেলা কারাগারের প্রস্তাবিত ১১.৫৪ একর জমি স্থায়ী বন্দোবস্ত প্রদানের জন্য চলমান বন্দোবস্তী মামলার ব্যাপারে কার্যকরি ব্যবস্থা গ্রহণের পার্বত্য জেলা পরিষদের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তার সাথে ব্যক্তিগত ও দাপ্তরিক যোগাযোগ অব্যাহত রাখতে হবে। ২)মৌলভীবাজার জেলা কারাগারের জন্য ৩.০৩ একর জমির অধিগ্রহণ কার্যক্রম দ্রুত সম্পন্ন করতে জেলা প্রশাসক, মৌলভীবাজারকে বিভাগীয় কমিশনার, সিলেট কর্তৃক প্রয়োজনীয় নির্দেশনা প্রদান করতে হবে।	বিভাগীয় কমিশনার,চট্টগ্রাম, সিলেট/ কারা মহাপরিদর্শক/ কারা অনুবিভাগ প্রধান।
ঘ.	**কারাগারের খাদ্যের মান তদারকিকরণ:** কারা ক্যান্টিন নীতিমালা প্রণয়ন করে অনুমোদনের জন্য কারা অধিদপ্তর হতে ০৭.১২.২০২১ তারিখে সুরক্ষা সেবা বিভাগে প্রেরণ করা হয়েছে।	১)খাদ্যের মান স্বাভাবিক রাখতে নিয়মিত মনিটরিং কার্যক্রম অব্যাহত রাখতে হবে। ২)কারা ক্যান্টিনসমূহের মূল্য তালিকা ও খাবারের মানের উপর নজরদারি আরো বৃদ্ধি করতে হবে।	বিভাগীয় কমিশনার(সকল) /কারা মহাপরিদর্শক/ কারা অনুবিভাগ প্রধান

ঙ	**কারাগারের নামে অধিগ্রহণকৃত জমির রেকর্ড সংশোধন :** ৭৩টি (পুরাতন ৫টিসহ) কারাগারের মধ্যে ৪০টি কারাগারের জমি কারা কর্তৃপক্ষের নামে রেকর্ডভূক্ত। অপর ৩৩টি কারাগারের মধ্যে ৯টি কারাগারের জমির রেকর্ড সংশোধনের জন্য দায়েরকৃত মামলা চলমান রয়েছে। ২৪টি কারাগারের জমি কারাগারের নামে রেকর্ডভূক্ত করার লক্ষ্যে মামলা দায়ের করার জন্য কাগজপত্র সংগ্রহের বিষয়ে সংশ্লিষ্ট জেলা প্রশাসক ও বিভাগীয় কমিশনার এর সহযোগিতা প্রয়োজন। ৯টি (মাদারীপুর-২, ময়মনসিংহ, মৌলভীবাজার, খাগড়াছড়ি, চাঁদপুর, রাজশাহী, কিশোরগঞ্জ-২ ও শরীয়তপুর) কারাগারের জমির রেকর্ড সংশোধনের বিষয়ে মামলা চলমান রয়েছে। শরীয়তপুর জেলা কারাগারের জমির রেকর্ড সংশোধনের গেজেট জারির অপেক্ষায় রয়েছে।	১)কারাগারের নাম অধিগ্রহণকৃত জমির রেকর্ড সংশোধনের জন্য সংশ্লিষ্ট কারা কর্তৃপক্ষ কর্তৃক দায়েরকৃত দেওয়ানি মামলাসমূহ দ্রুত নিষ্পত্তিকরণে সংশ্লিষ্ট জেলা ম্যাজিস্ট্রেটকে প্রয়োজনীয় নির্দেশনা প্রদান করতে হবে। ২)৪টি (মাদারীপুর, মৌলভীবাজার, চাঁদপুর ও রাজশাহী) কারাগারের জমির রেকর্ড সংশোধনের কার্যক্রম দ্রুত সম্পন্ন করতে হবে	কারা মহাপরিদর্শক, কারা অধিদপ্তর/সংশ্লিষ্ট বিভাগীয় কমিশনার/কারা অনুবিভাগ প্রধান।

চ.	**অবৈধভাবে দখলকৃত কারাগারের জমি উদ্ধার:**সিলেট কেন্দ্রীয় কারাগার-২ (পুরাতন কারাগার) এর জমির বিষয়ে মহামান্য হাইকোর্টে দায়েরকৃত মামলা দ্রুত নিষ্পত্তির লক্ষ্যে মহামান্য আদালতের সাথে যোগাযোগ রাখা হচ্ছে।	১)চাঁপাইনবাবগঞ্জ জেলা কারাগারের আরপি গেইট সংলগ্ন সীমানা প্রাচীর সংক্রান্তে বিজ্ঞ অতিরিক্ত জেলা জজ, চাঁপাইনবাবগঞ্জ আদালতে মামলা, শরীয়তপুর জেলা কারাগারের ৩০০ ফুট সীমানা প্রাচীর নির্মাণ সংক্রান্ত মহামান্য সুপ্রীম কোর্টে দায়েরকৃত লিভ টু আপিল মামলা, ময়মনসিংহ কেন্দ্রীয় কারাগারের জমি সংক্রান্ত মামলা দ্রুত নিষ্পত্তিকরণের প্রয়োজনীয় নির্দেশনা প্রদান করতে হবে। ২)সিলেট কেন্দ্রীয় কারাগারের ৮৮ শতাংশ জমি পৌর বিপনী মার্কেট এবং ৩.৬১৮৮ একর-এর পুকুর (ধোপাদীঘি) সিলেট সিটি কর্পোরেশন কর্তৃক লিজ দেওয়ায় কারা কর্তৃপক্ষের বেদখলে থাকা জমি উচ্ছেদ সংক্রান্ত মহামান্য হাই কোর্টে রিট মামলা দ্রুত নিষ্পত্তির জন্য বিভাগীয় কমিশনার, সিলেট কর্তৃক প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। ৩)নোয়াখালী জেলা কারাগারের জমি দখল রোধে প্রয়োজনীয় আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করতে বিভাগীয় কমিশনার, চট্টগ্রাম কর্তৃক প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।	কারা মহাপরিদর্শক, কারা অধিদপ্তর/ সংশ্লিষ্ট বিভাগীয় কমিশনার/ কারা অনুবিভাগ প্রধান

ছ.	**কারাবন্দিদের শ্রেণিবিন্যাসকরণ:** বাংলাদেশ পুলিশ হেড কোয়ার্টার্স থেকে জঙ্গি, শীর্ষ সন্ত্রাসী এবং গুরুতর অপরাধী বন্দির প্রকৃতিসম্বলিত তালিকা নিয়মিতভাবে প্রতিমাসে কারা অধিদপ্তরে প্রেরণ করা হয়। উক্ত তালিকা অনুযায়ী সংশ্লিষ্ট বন্দির নিরাপত্তা নিশ্চিত করার যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হচ্ছে।	১)কাস্টুডি ওয়ারেন্টে Risk Level উল্লেখপূর্বক কোর্ট ইন্সপেক্টরগণের সহযোগিতায় কারাবন্দিদের শ্রেণিবিন্যাস কার্যক্রম অব্যাহত রাখতে হবে; ২)কারাগারে আটক শীর্ষ সন্ত্রাসী, জঙ্গি এবং গুরুত্বর অপরাধীদের আদালতে আনা-নেওয়ার ক্ষেত্রে আরো সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে। ৩)যে সকল জঙ্গি চাঞ্চল্যকর মামলায় কারাগারে বন্দি আছে তাদেরকে বিভিন্ন সেলে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে রাখার ব্যবস্থাসহ নিয়মিত নজরদারি অব্যাহত রাখতে হবে।	কারামহাপরিদর্শক, কারা অধিদপ্তর/ সংশ্লিষ্ট বিভাগীয় কমিশনার/ কারা অনুবিভাগ প্রধান
জ.	**কারা বন্দিদের চিকিৎসা সেবা প্রদান:** বর্তমানে ৯৯ জন চিকিৎসক বিভিন্ন কারাগারে কর্মরত রয়েছেন। কাশিমপুর ২০০ শয্যা বিশিষ্ট কারা হাসপাতালসহ সকল কারা হাসপাতালের শূন্যপদে জরুরিভিত্তিতে প্রেষণে চিকিৎসক পদায়নের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করার জন্য কারা অধিদপ্তর হতে ০২.০৯.২০২১ তারিখে সুরক্ষা সেবা বিভাগে পুনরায় পত্র প্রেরণ করা হয়।	১)কারা বন্দিদের চিকিৎসা সেবা প্রদানের জন্য চিকিৎসকের স্বল্পতা হেতু কোন কারাবন্দির চিকিৎসা প্রদানে যেন ব্যাঘাত সৃষ্টি না হয় সে জন্য জরুরি চিকিৎসা প্রদানে হাসপাতালসমূহে কর্মরত ডাক্তারগণের মধ্য হতে কারাগারের জন্য ডাক্তার সুনির্দিষ্ট করে দিতে হবে।	কারা মহাপরিদর্শক/ সংশ্লিষ্ট বিভাগীয় কমিশনার
ঝ	**কারাগারে উর্ধ্বমূখী সম্প্রসারণ :** ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলা কারাগারের ১০০ জন ধারণ ক্ষমতা সম্পন্ন বন্দি ব্যারাক নির্মাণ করা হয়েছে এবং সেখানে বন্দি রাখা হচ্ছে। কারাগারের তিতাস ও মেঘনা ভবনের উর্ধ্বমূখী সম্প্রসারণের ফলে কারাগারের বন্দি ধারণক্ষমতা ১৭৬ জন বৃদ্ধি পেয়েছে।	১)ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলা কারাগারের উর্ধ্বমূখী সম্প্রসারণ কার্যক্রমের গুণগতমান বজায় রেখে নির্ধারিত সময়ে সম্পন্ন করতে জেলা প্রশাসক কর্তৃক পরিদর্শন করা এবং বিভাগীয় কমিশনার, চট্টগ্রাম কর্তৃক তা নিয়মিত তত্ত্বাবধান করতে হবে।	কারা মহাপরিদর্শক/ সংশ্লিষ্ট বিভাগীয় কমিশনার

ঞ	**নারায়ণগঞ্জ জেলা কারাগারের ন্যায় অন্যান্য কারাগারেও অনুরূপ উৎপাদনমুখি কার্যক্রম চালুকরণ :**	১)কেন্দ্রীয় ও জেলা কারাগারে 'রেজিলিয়ান্স-নারায়ণগঞ্জ জেলা কারা গার্মেন্টস ইন্ডাস্ট্রি ও জামদানি উৎপাদন কেন্দ্র'-এর অনুরূপ অথবা সামঞ্জস্যপূর্ণ ট্রেড চালু করতে হবে।	কারা মহাপরিদর্শক/ বিভাগীয় কমিশনার

ঘ. ইমিগ্রেশন ও পাসপোর্ট অধিদপ্তর :

ক্রম	বিষয় ও আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী
ক.	**দালাল কর্তৃক পাসপোর্ট প্রত্যাশীদের হয়রানি বন্ধকরণ:** বিষয়টি জেলা আইনশৃঙ্খলা কমিটির সভায় এজেন্ডাভুক্ত করার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য বিভাগীয় কমিশনার ও জেলা প্রশাসকগণকে অনুরোধ করা হয়েছে। মোবাইল কোর্ট পরিচালনা অব্যাহত আছে।	১)পাসপোর্ট অফিসের আশে-পাশে অবাঞ্ছিত ব্যক্তি ও দালাল দ্বারা সেবা গ্রহীতার হয়রানি বন্ধ করার নিমিত্ত জেলা আইনশৃঙ্খলা কমিটির সভায় এজেন্ডাভুক্ত করে আলোচনা করতে হবে এবং নিয়মিত মোবাইল কোর্ট পরিচালনা অব্যাহত রাখতে হবে।	মহাপরিচালক, ইমিগ্রেশন ও পাসপোর্ট অধিদপ্তর/ বিভাগীয় কমিশনার (সকল)

খ.	**পাসপোর্ট প্রাপ্তির আবেদন :** পাসপোর্ট প্রত্যাশীদের পুলিশ প্রতিবেদন অনলাইনে প্রাপ্তির বিষয়টি স্ব স্ব জেলার আইন শৃঙ্খলা কমিটির সভায় উপস্থাপন ও এ বিষয়ে প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণের জন্য সকল বিভাগীয়/আঞ্চলিক পাসপোর্ট অফিস বরাবর পত্র প্রেরণ করা হয়েছে। বিষয়টি জেলা আইনশৃঙ্খলা কমিটির সভায় এজেন্ডাভুক্ত করার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য বিভাগীয় কমিশনার ও জেলা প্রশাসকগণকে অনুরোধ করা হয়েছে। মিয়ানমারথেকে আগত রোহিঙ্গা নাগরিকগণ যাতে পাসপোর্ট পেতে না পারে সে জন্য সর্বোচ্চ সতর্কতা অবলম্বন করা হচ্ছে। সকল বিভাগীয় ও আঞ্চলিক পাসপোর্ট অফিসমুহের লোকাল সার্ভারের সাথে মিয়ানমারের রোহিঙ্গাদের বায়োমেট্রিক ইন্টিগ্রেশন করা হয়েছে। প্রত্যেক পাসপোর্ট আবেদনকারীর বায়োমেট্রিক চেক করার জন্য নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে। এছাড়া মিয়ানমারের (রোহিঙ্গা) নাগরিকগণ যাতে বাংলাদেশ পাসপোর্ট পেতে না পারে সেজন্য বিষয়টি আইনশৃঙ্খলা কমিটির সভায় এজেন্ডাভুক্ত করার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য বিভাগীয়/আঞ্চলিক পাসপোর্ট অফিসবরাবরপত্র প্রেরণ করত: বিভাগীয় কমিশনার ও জেলা প্রশাসকগণকে অবহিত করা হয়েছে।	১)Special Branchকর্তৃক সম্পাদিত পাসপোর্ট প্রত্যাশীদের প্রতিবেদন দ্রুত পাওয়ার লক্ষ্যে জেলা প্রশাসক/বিভাগীয় কমিশনার কর্তৃক প্রয়োজনীয় নির্দেশনা প্রদান করতে হবে; ২)মিয়ানমার থেকে আগত আশ্রয়প্রার্থী রোহিঙ্গা নাগরিকগণ যেন বাংলাদেশি পাসপোর্ট না পায় সে জন্য সর্বোচ্চ সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে। ৩)মিয়ানমার থেকে আগত আশ্রয়প্রার্থী রোহিঙ্গা নাগরিকগণ যেন বাংলাদেশি পাসপোর্ট পেতে না পারে সে বিষয়ে বিভাগীয় কমিশনারগণ তাঁর আওতাধীন সকল আইন-শৃঙ্খলা বাহিনীর সদস্যসহ জেলা প্রশাসকগণকে প্রয়োজনীয় নির্দেশনা প্রদান করবেন।	মহাপরিচালক, ইমিগ্রেশন ও পাসপোর্ট অধিদপ্তর/ বিভাগীয় কমিশনার(সকল

গ.	**পাসপোর্ট অফিস ভবন নির্মাণ:** আঞ্চলিক পাসপোর্ট অফিস, বাগেরহাটের নতুন ভবন নির্মাণকাজ শেষ হয়েছে। দাপ্তরিক কার্যক্রম চলমান। আঞ্চলিক পাসপোর্ট অফিস, গাইবান্ধা এর ভবন নির্মাণের ১ম, ২য় ও ৩য় তলার ছাদ ঢালাইয়ের কাজ শেষ হয়েছে। ব্রিক ওয়ালের কাজ চলছে। হাইকোর্টে জমি অধিগ্রহণ বিষয়ে ৪৯৪৮/২০২০ নং রিট মামলা থাকলেও নিষেধাজ্ঞা না থাকায় কাজ চলমান। জুন, ২০২২-এর মধ্যে নির্মাণকাজ সমাপ্ত করার বিষয়ে প্রকল্প অফিস থেকে গণপূর্ত অধিদপ্তর বরাবর পত্র প্রেরণ করা হয়েছে। উল্লেখ্য যে, মহামান্য হাইকোর্টের রিট নং ৪৯৪৮/২০২০-এর শুনানীর তারিখ এখনও নির্ধারণ হয়নি। আদালতের সংশ্লিষ্ট শাখায় যোগাযোগ অব্যাহত রয়েছে। আঞ্চলিক পাসপোর্ট অফিস, ঠাকুরগাঁও এ সরকারি খাস জমি বন্দোবস্তের প্রস্তাব সচিব, ভূমি মন্ত্রণালয় মহোদয় অনুমোদন করেছেন। অর্থছাড় সাপেক্ষে দাবিকৃত অর্থ পরিশোধ করা হবে।	১)আঞ্চলিক পাসপোর্ট অফিস, বাগেরহাটের নির্মাণকাজ শীঘ্রই সম্পন্ন করত: উক্ত ভবনে কার্যক্রম শুরু করতে হবে। ২)আঞ্চলিক পাসপোর্ট অফিস, গাইবান্ধার নতুন ভবন নির্মাণের জন্য অধিকৃত জমি সংশ্লিষ্ট রিটের জবাব প্রদানসহ আনুসঙ্গিক বিষয়াদি নিষ্পত্তির লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। ৩)আঞ্চলিক পাসপোর্ট অফিস, ঠাকুরগাঁও এর ভুমি অধিগ্রহণ জটিলতা নিরসনের নিমিত্ত প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।	মহাপরিচালক, ইমিগ্রেশন ও পাসপোর্ট অধিদপ্তর/ সংশ্লিষ্ট বিভাগীয় কমিশনার/ নিরাপত্তা ও ইমিগ্রেশন অনুবিভাগ প্রধান
ঘ.	**মিয়ানমার থেকে আগত আশ্রয়প্রার্থী রোহিঙ্গা নাগরিকদের নিবন্ধন:** ক্যাম্প এলাকা ত্যাগ করে কোন রোহিঙ্গা যাতে পাসপোর্টের আবেদন করতে না পারে সে বিষয়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য সংশ্লিষ্ট জেলা প্রশাসক ও পুলিশ সুপার-কে অনুরোধ করা হয়েছে।	১)মিয়ানমার থেকে আগত আশ্রয়প্রার্থী রোহিঙ্গা নাগরিক যাতে ক্যাম্প এলাকা ত্যাগ করতে না পারে সে বিষয়ে প্রয়োজনীয় কার্যক্রম অব্যাহত রাখতে হবে; ২)মিয়ানমার হতে আগত রোহিঙ্গা আশ্রয়প্রার্থীগণের ক্যাম্পে মাদকবিরোধী কার্যক্রম প্রতিহত করার নিমিত্ত নিয়মিত মোবাইল কোর্ট পরিচালনা অব্যাহত রাখতে হবে।	মহাপরিচালক, ইমিগ্রেশন ও পাসপোর্ট অধিদপ্তর/ বিভাগীয় কমিশনার (সকল) /নিরাপত্তা ও ইমিগ্রেশন অনুবিভাগ প্রধান

৪। সভায় আর কোন আলোচ্য বিষয় না থাকায় উপস্থিত সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভাপতি কর্তৃক সভার সমাপ্তি ঘোষণা করা হয়।

ড. তরুণ কান্তি শিকদার

অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন ও অর্থ), সুরক্ষা সেবা
বিভাগ, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়।

স্মারক নম্বর: ৫৮.০০.০০০০.০১৪.০১৪.০৬.০০৭.১৭.৯৯

তারিখ: ৬ চৈত্র ১৪২৮
২০ মার্চ ২০২২

বিতরণ (জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়) :

১) সকল কর্মকর্তা, সুরক্ষা সেবা বিভাগ, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়।

২) বিভাগীয় কমিশনার, খুলনা/রাজশাহী/সিলেট।/বরিশাল/ময়মনসিংহ/রংপুর/চট্টগ্রাম/ঢাকা

৩) অধিদপ্তর প্রধান (সকল), সুরক্ষা সেবা বিভাগ, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়।

মোঃ আবদুল কাদির
উপসচিব